Bismillahir Rahmanir Raheem

দি মেসেজ

ISE
Institute of Social Engineering, Canada
www.isecanada.org

The Message

www.themessagecanada.com

VOLUME 3, ISSUE 5 SEP-OCT, 2009

হজ্জ ও কুরবানীর শিক্ষা

হজ্জ আমরা কেন করি ? আসুন বুঝে হজ্জ করি

হজ্জের বৈশিষ্ট্যঃ সূরা আলে ইমরান এর ৯৭ নং আয়াতে মহান আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন *"মানুষের মধ্যে যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ রয়েছে, আল্লাহর উদ্দেশ্যে সেই ঘরের হজ্জ করা তার জন্যে অবশ্য কর্তব্য এবং কেউ তা প্রত্যাখ্যান করলে সে জেনে রাখুক, আল্লাহ বিশ্ব জগতের মুখাপেক্ষী নন।"*

পবিত্র কুরআনে যেখানে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) কে হজ্জের জন্য সাধারণ দাওয়াত দেওয়ার হুকুমের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সেখানে তার প্রথম কারণ হিসাবে বলা হয়েছেঃ মানুষ এসে দেখুক যে, এই হজ্জ পালনে তাদের জন্য কি কি কল্যাণ নিহিত রয়েছে অর্থাৎ হজ্জের সময় আগমন করে কাবা শরীফে একত্রিত হয়ে তারা নিজের চোখে প্রত্যক্ষ করবে যে, ইহা তাদের জন্য বস্তুতই কল্যাণকর। হজ্জ উপলক্ষে যে সফর করা হয় তা অন্যান্য সফর হতে সম্পূর্ণ আলাদা। ইহা নিজের কোন গরযে কিংবা নিজের প্রবৃত্তির লালসা পূরণ করার জন্য করা হয় না; বস্তুত ইহা করা হয় সত্যিকারভাবে আল্লাহ তায়ালার জন্য এবং আল্লাহর নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য পূর্ণ করার নিয়তে।

হজ্জের কল্যাণ ও সার্থকতাঃ হজ্জে যাওয়ার আগে সে পূর্বকৃত যাবতীয় গুনাহ হতে তওবা করে, সকলের নিকট ভুল-ত্রুটির জন্য ক্ষমা চায়, পরের হক যা এই যাবত আদায় করে নাই তা আদায় করে, সমস্ত ঋণ পরিশোধ করে। সকল প্রকার পাপ ও অন্যায় চিন্তা হতে তার মন পবিত্র হয়ে যায়। স্বভাবতই তার মনের গতি মঙ্গলের দিকেই নিবদ্ধ হয়। সফরে বের হওয়ার পর সে যতই অগ্রসর হতে থাকে ততই তার হৃদয়-মনে পূণ্য ও পূত ভাবধারার তরংগ খেলে উঠে। তার কোন কাজ যেন কারো মনে কোনরূপ আঘাত না দেয়, আর যারই যতটুকু উপকার করা যায় সেই সমস্ত চিন্তা এবং চেষ্টাই সে করতে থাকে। অশ্লীল ও বাজে কথা-বার্তা, নির্লজ্জতা, প্রতারণা-প্রবঞ্চনা এবং ঝগড়া-ফাসাদ ইত্যাদি কাজ হতে তার প্রকৃতি স্বভাবতই বিরত থাকে। কারণ সে আল্লাহর 'হারাম শরীফের' যাত্রী, তাই অন্যায় কাজ করে এই পথে অগ্রসর হতে সে লজ্জিত না হয়ে পারে না। অতএব দেখা যাচেছ যে, অন্যান্য সকল প্রকার সফর হতে এই সফর সম্পূর্ণ আলাদা। মানুষের মনকে এই সফর প্রতিনিয়ত পূত-পবিত্র করতে থাকে।

From Qur'an:

📖 আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যখন কোন কাজের নির্দেশ প্রদান করেন তখন কোন ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীর ঐ নির্দেশের ব্যতিক্রম করার কোন অধিকার থাকে না; আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কথা অমান্য করল, সে স্পষ্টতই পথভ্রষ্ট হয়ে গেল।
[সূরা আহযাব ঃ ৩৬]

From Hadith:

📖 তোমরা আমাকে যেভাবে সালাত আদায় করতে দেখেছ সেভাবে সালাত আদায় করবে।
[সহীহ বুখারী]

ভেতরের পাতায়

কুরবানী আমরা কেন করি ? আসুন বুঝে কুরবানী করি	2	তাকওয়া	6
সন্তান প্রতিপালনের প্রশ্নে মুসলিম ও অমুসলিম মা'র পার্থক্য	4	মুনাফেকী স্বভাব সৎ আমল নষ্ট করে দেয়.....	6
মুসলিম মহিলা হিসাবে আপনার করণীয়	4	ইসলামী আদব	7
আপনার সন্তানের ভুল ধারণা ভেঙ্গে দিন	5	*World News*	8

প্রথম পাতার পর.....

হজ্জ আমরা কেন করি ? আসুন বুঝে হজ্জ করি

এর পর একজন হাজী যেন আল্লাহর সৈনিকে পরিণত হয়। তাই পাঁচ ছয় দিন পর্যন্ত তাকে ক্যাম্পে জীবন কাটাতে হয়। একদিন 'মিনা'র তাবুতে অতিবাহিত করতে হয়, পরের দিন আরাফাতে অবস্থান করতে হয় এবং ইমাম সাহেবের (সেনাপতির) "খুতবার" নির্দেশ শুনতে হয়। রাত্রে মুজদালিফায় গিয়ে ক্যাম্প স্থাপন করতে হয়। দিন শেষে আবার 'মিনায়' ফিরে যেতে হয় এবং এখানে শয়তানকে পাথর নিক্ষেপ করতে হয়।

হজ্জের বিশ্ব সম্মেলনঃ এক-একজন মুসলিম যখন হজ্জে গমনের নিয়ত করে, সেই সঙ্গে তাদের মধ্যে আল্লাহর ভয় এবং পরহেযগারী তওবা-ইসতেগফার এবং উন্নত ও পবিত্র চরিত্রের ভাবধারা জেগে উঠে। সে তার প্রিয় আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব, প্রতিবেশী, সহকর্মী এবং সংশ্লিষ্ট সকল লোকের নিকট ক্ষমা চায়, বিদায় চায়। নিজের সব কাজ-কারবারের চূড়ান্ত রূপ দিতে শুরু করে। এর মানে হয়, সে এখন আর আগের মানুষ নয়, আল্লাহর দিকে তার মনের আকর্ষণ হওয়ায় অন্তর পবিত্র হয়ে গেছে। এইভাবে এক-একজন মুসলিমের এই পরিবর্তনে তার চারিপার্শ্বের লোকদের উপর কত গভীর প্রভাব পড়ে তা অনুমান করা যায়। এইরূপ প্রত্যেক বৎসরই যদি দুনিয়ার বিভিন্ন কেন্দ্র হতে গড়ে এক লক্ষ লোকও এই হজ্জ সম্পন্ন করে, তবে তাদের এই গতিবিধি ও কার্যকলাপের প্রভাব আরো কয়েক লক্ষ লোকের চরিত্রের উপর না পড়ে পারে না। কত মানুষের লক্ষ্য আল্লাহর ঘরের দিকে ফিরে যায়। আর কত লোকের নিদ্রিত আত্মা হজ্জ করার উৎসাহে জেগে উঠে।

রমযান মাস যেরূপ বিশ্ব মুসলিমের জন্য তাকওয়া ও পরহেযগারীর মৌসুম, তেমনি হজ্জের মাসও বিশ্ব ইসলামী পূনর্জাগরণের মৌসুম। মহান আল্লাহ এই ব্যবস্থা এই জন্য করেছেন যেন বিশ্ব ইসলামী আন্দোলন শুথ না হয়ে যায়। পবিত্র কাবাকে বিশ্বের কেন্দ্রভূমি হিসাবে এমন ভাবে স্থাপন করেছেন যেন মানব দেহের মধ্যে হৃদয়ের অবস্থান। দেহ যতই রোগাক্রান্ত হোক না কেন যতদিন হৃদয়ের স্পন্দন থেমে না যায় এবং সমগ্র দেহে রক্ত সঞ্চালনের পদ্ধতি বন্ধ হয়ে না যায় ততদিন মানুষের মৃত্যু হয় না। সেইরূপ হজ্জের এই সম্মেলন ব্যবস্থাও যতদিন থাকবে ততদিন ইসলামী আন্দোলনও চলতে থাকবে।

পৃথিবীর দূর দূরান্তের অঞ্চল থেকে আগত অসংখ্য মানুষ যাদের আকার-আকৃতি, দৈহিক রং ও ভাষা, পোশাক-পরিচ্ছদ বিভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও যখনই কেন্দ্রের নিকটবর্তী হয় সবাই নির্দিষ্ট স্থানে এসে নিজ নিজ পোশাক-পরিচ্ছদ খুলে ফেলে এবং সকলেই একই ধরনের অনাড়ম্বর 'ইউনিফরম' পরিধান করে। এক 'ইউনিফরম' পরিহিত এই সিপাহী 'মীকাত' অতিক্রম করে যখন সম্মুখে অগ্রসর হয়, তখন সকলের কণ্ঠ হতে এই একই ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হয়ে আকাশ-বাতাস মুখরিত করে তোলেঃ 'লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা .....'।

উচ্চারণের কণ্ঠ বিভিন্ন – কিন্তু সকলের কণ্ঠে একই ধ্বনি। কেন্দ্র যত নিকটবর্তী হয়, ব্যবধান ততই কমে যায়। বিভিন্ন দেশের কাফেলা পরস্পর মিলিত হয় এবং সকলেই একত্রিত হয়ে একই পদ্ধতিতে নামায পড়ে। সকলের পোশাক এক, সকলেরই ইমাম এক, একই গতিবিধিতে ও একই ভাষায় সকলের নামায পড়া, সকলেই এক 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনির ইঙ্গিতে উঠা-বসা করে, রুকু-সিজদা করে, একসাথে আল্লাহর ঘর তাওয়াফ করে, সকলে একসাথে সাফা-মারওয়া সাঈ করে।

এভাবে সমবেত লক্ষ লক্ষ জনতার ভাষা, জাতি, দেশ, বংশ ও গোত্রের কৃত্রিম বৈষম্য চূর্ণ হয়ে একাকার হয়ে যায়। সমগ্র মানুষের সমন্বয়ে 'আল্লার প্রতি বিশ্বাসী' একটি বিরাট জামায়াত রচিত হয়। তারপর এই বিরাট জামায়াত একই আওয়ায 'লাব্বাইকা লাব্বাইকা' ধ্বনি করতে করতে চলতে থাকে।

আমাদের সমাজে ভুলধারণাঃ

১) আমাদের এই ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলিমগণ সাধারণত হজ্জ পালন করে থাকেন বৃদ্ধ বয়সে। নামাজ-রোযা যেমন প্রতিটি মুসলিমের জন্য ফরজ তেমনি হজ্জও প্রতিটি মুসলিমের জন্য ফরজ যদি সামর্থ থাকে। বেশীরভাগ সময় দেখা যায় সামর্থ থাকা সত্ত্বেও আমরা হজ্জে না গিয়ে তা রেখে দেই বৃদ্ধ বয়সের জন্য। কিন্তু যেদিন থেকে আপনার সামর্থ হয়েছে এই ফরজ ইবাদত ঠিক ঐদিন থেকেই আপনার উপর ফরজ হয়ে আছে এবং তা যতদিন পর্যন্ত আপনি পালন না করবেন ততদিন আপনার আমলনামায় কবিরা গুনাহ লিখা হতে থাকবে। তাই জীবনে যখনি সামর্থ হবে তখনি হজ্জ করে ফেলতে হবে, কোন প্রকার দেরী করা যাবে না। আর মনে রাখবেন আপনার সামর্থ এখন আছে কিন্তু পরবর্তীতে নাও থাকতে পারে।

২) অনেকে সামর্থ থাকা সত্যেও হজ্জ করেন না কিন্তু পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ঘুরে বেড়ান যেমন ইউরোপ, আমেরিকা, ক্যানাডা, সিংগাপুর এমনকি মধ্যপ্রাচ্য। কিন্তু যখনই হজ্জের প্রশ্ন আসে তখনই নানা রকম অজুহাত দাঁড় করান। আবার অনেকে শয়তানের প্ররোচনায় পরে বলে থাকেন যে নামাজই ঠিক মতো পড়ি না আবার হজ্জ। মনে রাখবেন প্রতিটি ফরজ ইবাদতের হিসাব আলাদা আলাদা করে নেয়া হবে, নামাজের জায়গায় নামাজ, হজ্জের জায়গায় হজ্জ এবং যাকাতের জায়গায় যাকাত। এমনও দেখা গেছে যে আগে নামাজ পড়তেন না কিন্তু হজ্জ করে আসার পরে নিয়মিত নামাজী হয়ে গেছেন। আলহামদুলিল্লাহ।

৩) আবার অনেকে হজ্জ থেকে ফিরে এসে নিজের নামের আগে হাজী টাইটেল সংযুক্ত করেন (যেমন আলহাজ্জ .....)। নামাজ যেমন ফরজ তেমনি হজ্জও ফরজ। যারা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ মনে করে আদায় করেন তারা কি তাদের নামের আগে নামাজী সংযুক্ত করেন? তাহলে হজ্জ করে এসে কেন হাজী লাগান? মনে রাখবেন এই ধরনের নতুন আবিস্কার ইসলামে বিদআত। ইতিহাস দেখুন, আমাদের নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর নামের আগে বা কোন সাহাবাদের নামের আগে আলহাজ্জ টাইটেল আছে কিনা!

৪) অনেকে দুই নাম্বারী পথে অর্জিত টাকা দিয়ে হজ্জ করতে যান, কি আশ্চর্যের ব্যাপার! অবৈধ উপায়ে উপার্জিত অর্থ দিয়ে তো হজ্জ করার প্রশ্নই উঠেনা। কারণ ইবাদত কবুলের পূর্বশর্ত হালাল ইনকাম। আর হারাম খেলে তো ৪০দিন পর্যন্ত কোন ইবাদতই আল্লাহর দরবারে কবুল হয় না।

৫) হজ্জ পালন করা জীবনে একবার মাত্র ফরজ। পরবর্তী সময়ে আপনি যতবার পালন করবেন তা হবে আপনার জন্য নফল। আমাদের সমাজে অনেকেই অধিক সওয়াবের আশায় বার বার হজ্জ করে থাকেন যা তার জন্য নফল ইবাদত। কিন্তু এই নফল ইবাদতের চেয়েও হয়তো আরো অনেক ফরজ কাজ তার জীবনে বাকি রয়ে গেছে যা সঠিক জ্ঞানের অভাবে পালন করা হচ্ছে না। যেমন প্রতি বছর নফল হজ্জ করে আপনি যে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করছেন তা দিয়ে হয়তো আপনার গরীব আত্মীয়-স্বজন, এতিমদের বা দেশের অসহায় মানুষের ভরণ-পোষনের ব্যবস্থা করতে পারেন যা আপনার উপর তাদের হক।

উপদেশঃ যারা সত্যিকার অর্থে হজ্জ পালন করতে ইচ্ছুক তাদের উচিত সৌদিআরব যাওয়ার আগে রাসূল (সঃ) জীবনী বিস্তারিত পড়ে নেয়া। যদি সম্ভব হয় বই সাথে নিয়ে যাওয়া এবং হজ্জে গিয়ে মক্কার ঘটনাবলী মক্কায় বসে পড়া এবং মদিনার ঘটনাবলী মদীনায় বসে পড়া। আপনি যখন মক্কা-মদীনার বিভিন্ন জায়গাগুলো ঘুরে বেড়াবেন তখন আপনার কাছে ঐ স্থানগুলো জীবন্ত মনে হবে। ইতিহাস জানা থাকার কারণে আপনার কাছে মনে হবে আমার রাসূল (সঃ) তো এই রাস্তা দিয়েই হেঁটেছেন, এই স্থানে যুদ্ধ করেছেন, এই স্থানে বিশ্রাম নিয়েছেন।

---- ইসলামের বুনিয়াদী শিক্ষা ও আধুনিক প্রকাশনী

কুরবানী আমরা কেন করি ? আসুন বুঝে কুরবানী করি

আমরা সকলেই হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর ঘটনা জানি। তৎকালীন রাষ্ট্রপ্রধান নমরুদ ও তার সরকার তৌহিদের দাওয়াত দেয়ার কারণে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) কে আগুনে নিক্ষেপ করেছিলেন। এখানে লক্ষ্যণীয় যে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) জানতেন যে-

১) নমরূদের কাছে সারেন্ডার করলে তাকে আগুনে যেতে হবে না কিন্তু তিনি তা করলেন না। তিনি আগুনে পুড়তে প্রস্তুত হলেন। কেন?

২) যখন ফেরেশতাগণ সাহায্য করতে চাইলেন তখনও তিনি তাদের সাহায্য চাননি! কিন্তু কেন সাহায্য চাইলেন না? এবং

৩) যখন আগুনে ফেলার সিদ্ধান্ত হলো তখন পর্যন্ত পৃথিবীর ইতিহাসে এমন কোন ঘটনা ঘটেনি যে, কাউকে আগুনে ফেলার পর সে তা থেকে বেঁচে এসেছিল। ফলে আগুনে ফেলার সময় তার মনের প্রস্তুতি কিরূপ ছিল?

উত্তরঃ

১) তিনি তৌহিদের দাওয়াত দিয়েই দোষী সাব্যস্ত হয়েছিলেন। তিনি অন্য কোন অপরাধ করে আসামী হননি।

২) ফেরেস্তাদের নিকট সাহায্য চাইলেও তার অর্থ হতো আল্লাহর উপর আস্থা কম হওয়া।

৩) তিনি জানতেন যে, আগুনে ফেললে কেউ কোন দিনই তার থেকে রেহাই পায় না এবং এটাও বুঝেছিলেন যে সত্যের প্রচারক হয়ে বাতিলের হাত থেকে রেহাই পাওয়ারও কোন পথ খোলা ছিল না।

আগুনে নিক্ষেপের ঘটনা থেকে শিক্ষাঃ

সত্যের দাবীদার হলে মিথ্যার সঙ্গে টক্কর লাগবেই। আর মিথ্যার সঙ্গে আপোস না করলে মিথ্যা তার সর্বশক্তি নিয়োগ করবে সত্যকে উৎখাত করতে। আর সত্য যদি সত্য হিসেবে টিকতে চায় তবে মিথ্যা তাকে কোন প্রকারেই সহ্য করবে না। এতে যদি জীবন যায় তবু মিথ্যার সঙ্গে আপোস করা যাবে না, তা আগুনে পুড়লেও। এরই নাম হচ্ছে ইসলামের উপর টিকে থাকা।

অতঃপর ঐ জনপদ ছেড়ে তিনি বেরিয়ে পড়লেন তাঁর স্ত্রী ও ভাইয়ের ছেলে লূত (আঃ)কে সঙ্গে নিয়ে। এবং বললেনঃ আমি আমার রবের উদ্দেশ্যে চললাম, তিনিই আমাকে পথ দেখাবেন। কেন তিনি ভিটেমাটি, আপনজন সব কিছু ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন? কারণ তিনি দেখেছিলেন তৌহিদের দাওয়াত যারা গ্রহণ করবে না তাদের মধ্যে অযথা থেকে মুল্যবান সময় ব্যয় করা ঠিক হবে না। যেখানের লোক তৌহিদের দাওয়াত গ্রহণ করবে সেখানেই তিনি চলে যাবেন, এই নিয়তেই তিনি বেরিয়ে পড়লেন। এ থেকে তিনি প্রমাণ করলেন যে, মুসলিমদের নিকট ঘরবাড়ী, জায়গা-জমি, আত্মীয়-স্বজন এসব কিছুর চাইতে দ্বীনের দাওয়াত বা আল্লাহর দিকে আহবান করার কাজই অধিক দামী। এই কথাই আল-কুরআনের অন্যত্র আল্লাহ বলেছেনঃ

"ঐ ব্যক্তির কথায় চেয়ে আর কার কথা বেশি ভালো হতে পারে, যে আল্লাহর দিকে ডাকল, নেক আমল করল এবং বলল, নিশ্চয়ই আমি মুসলিম।" (সূরা হা-মীম সাজদাহ ঃ ৩৩)

ইব্রাহীম (আঃ) এর প্রথম সন্তান জন্মের পর সন্তানকে তার মা সহ মরুভূমির মধ্যে রেখে আসার নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তাকে আবার দ্বিতীয় পরীক্ষায় ফেলেন। এবং এবারও তিনি মহান আল্লাহ তায়ালার হুকুম পালন করে কৃতিত্বের সাথে তা পাশ করলেন। অতঃপর ঐ সন্তান যখন তাঁর সঙ্গে দৌড়াদৌড়ি করে বেড়ানোর বয়সে পৌছলেন তখন একদিন তিনি বললেন, হে বৎস! আমি স্বপ্নে দেখেছি যেন আমি তোমাকে জবেহ করছি। এখন তুমি চিন্তা-ভাবনা করে দেখো কি করা যায়। তিনি বললেন, হে পিতা, আল্লাহ আপনাকে যা করতে হুকুম করেছেন আপনি তাই করুন। তাহলে আল্লাহ চাহেন তো আপনি আমাকে অবশ্যই ধৈর্যশীল হিসাবে দেখতে পাবেন। এখানে প্রশ্ন, আল্লাহ যখন ছেলেকে জবেহ করার হুকুম করলেন তখন ইব্রাহীম (আঃ) এই হুকুমকে বাতিল করার জন্য আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করলে করতে পারতেন। তিনি বলতে পারতেন–

১) হে আল্লাহ তোমার জন্য আগুনে গিয়েছি, দেশ ছেড়েছি, ঘরবাড়ী ধনসম্পদ আত্মীয়-স্বজন সব ছেড়েছি, শিশু সন্তানকে মরুভূমিতে ফেলে এসেছি। এসব কিছুর বিনিময়ে আমার ছেলেটাকে কুরবানী করা থেকে রেহাই দাও, আল্লাহ এই হুকুমটাকে তুমি ফেরত নাও কিন্তু তা তিনি বলেননি।

২) তিনি একথাও বলতে পারতেন যে, আল্লাহ তোমার দ্বীন প্রচারের জন্যই ছেলে চেয়েছিলাম, একে দ্বীনের কাজের জন্যেই বেঁচে থাকতে দাও। অথবা

৩) তিনি বলতে পারতেন আল্লাহ তুমি এ কেমন নিষ্ঠুর হুকুম দিলে? এমনকি মনে মনেও চিন্তা করতে পারতেন যে, আল্লাহর এ হুকুমটা কেমন কড়া হুকুম হয়ে গেল। তাও তিনি মনে করেননি।

এধরনের কিছুই তিনি বলেননি এবং মনে মনেও এধরনের কোন চিন্তা তিনি করেননি। কারণ তিনি জানতেন যে,

১) আল্লাহ যা করেন তা ভালোর জন্যেই করেন। তা প্রকাশ্যে অন্য কোন রূপ দেখা গেলেও।

২) আল্লাহর ইচ্ছার বিপরীত কোন ইচ্ছা করা বা কিছু বলার কোন অধিকার নেই। কারণ তিনি আল্লাহর অনুগত দাস।

৩) আল্লাহর ইচ্ছা 'ভাল না' 'মন্দ' এ ধরনের চিন্তা করাও কুফরী। কাজেই তিনি কুফরী চিন্তা করবেন কেন?

৪) আল্লাহর চেয়ে বেশী বুঝার চিন্তা করা কুফরী। এ সবই তিনি বুঝতেন এবং এ কথাও বুঝতেন আল্লাহর হুকুম পালনের মধ্যেই রয়েছে মানব জীবনের সার্বিক সফলতা। কাজেই তিনি আল্লাহর হুকুমই পালন করতে উদ্যত হলেন।

ছেলেকে কুরবানীর ঘটনা থেকে শিক্ষাঃ

১) মুসলিম হতে হলে আল্লাহর হুকুম যেমনই হোক না কেন তা মানতে হবে বিনা বাক্য ব্যয়ে এবং কি ও কেন প্রশ্ন ছাড়াই। আর তা মানলে তার ফলাফল ভালো হবে কি মন্দ হবে সে চিন্তাও করা যাবে না। আর আল্লাহর হুকুম মানলে তার ফল কোন দিনও খারাপ হয় না।

২) আল্লাহর হুকুম কোনটা সহজ ও কোনটা কঠিন তা দেখা চলবে না। হুকুম সহজই হোক আর কঠিনই হোক তা মেনে চলার ব্যাপারে মনের ঝোঁক একই প্রকার থাকতে হবে। কারণ মানব জীবনের চরম লক্ষ্যই হচ্ছে আল্লাহর যাবতীয় হুকুম- আহকাম মেনে চলে সর্বদাই আল্লাহকে রাজী রাখা। কাজেই মুসলিমদের মনের বুঝ সর্বদাই এমন থাকতে হবে যে, আল্লাহর হুকুম মানতে গিয়ে বাঁচলে জীবন সার্থক, মরলেও জীবন সার্থক।

---- কুরবানীর শিক্ষা - খন্দকার আবুল খায়ের

সন্তান প্রতিপালনের প্রশ্নে মুসলিম ও অমুসলিম মা'র মাঝে পার্থক্য

সন্তানের প্রতি মমত্ববোধ এবং তার প্রতিপালনের আবেগ অনুভূতি আল্লাহ পাক সকল মা-কেই দান করেছেন। মুসলিম মা এবং ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ মা উভয়েই সহজাত প্রবৃত্তির অধীন সন্তান প্রতিপালন করে থাকে। কিন্তু উভয়ের ধ্যান-ধারণা, শ্রম দানের কারণ, কর্মপদ্ধতি এবং চেষ্টার প্রভাব ও পরিণতি সম্পর্কে বিরাট পার্থক্য রয়েছে।

ইসলাম থেকে বঞ্চিত মা সন্তান প্রতিপালন সম্পর্কে যা কিছু চিন্তা করে অথবা চিন্তা করতে পারে তা এ নশ্বর দুনিয়া পর্যন্তই সীমিত। মৃত্যুর সীমানা পার হয়ে তার দৃষ্টি অনন্ত জগত পর্যন্ত প্রসারিত হয় না। নিজের সন্তান হওয়ার কারণে সে তার লালন-পালন করে। তার অন্তরে সন্তানের প্রতি মমত্ববোধের সীমাহীন আবেগ রয়েছে। সন্তান প্রতিপালন দুনিয়ায় একটি উত্তম কাজ এবং এ সহজাত আবেগের কারণেই সে তা করে। সে এ চিন্তা করে যে, সন্তানের মাধ্যমে তার বংশ টিকে থাকবে অথবা সন্তান বড়ো হয়ে তাকে আরাম ও শান্তি দেবে এবং তার সাহায্যকারী হবে। এ ধ্যান-ধারণার বশবর্তী হয়ে সে নিজের সন্তানকে এমনভাবে প্রতিপালন করে যাতে সে পার্থিব দৃষ্টিকোণ থেকে সার্থক জীবন-যাপন করতে পারে।

কিন্তু পার্থক্য হলো যে, একজন মুসলিম মাতা সন্তান প্রতিপালনকে একটি দীনি দায়িত্ব এবং আখেরাতের মুক্তি ও আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যম মনে করে। উপরন্তু মুসলিম মাতা-পিতা সন্তান প্রতিপালনে নিজেকে ইসলামী হুকুম-আহকামের অধীন করে নেয়। সন্তানের জীবনের লক্ষ্য শুধু দুনিয়ার জীবনে স্বচ্ছলতা ও আরাম-আয়েশে অতিবাহিত করার জন্য মুসলিম মাতা-পিতা সন্তান প্রতিপালন করে না বরং তারা নিজের অভিভাবকত্বে এমন মুজাহিদ তৈরী করে যাদের দৃষ্টি সুদূরপ্রসারী হয় যারা দুনিয়াতে আল্লাহর মর্জি মুতাবেক জীবন কাটানো এবং আখেরাতে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য দুনিয়ায় জীবিত থাকে এবং মারা যায়।

মুসলিম মাতার নিকট সন্তান প্রতিপালনের প্রশ্নটি শুধু পার্থিব দুনিয়ার ব্যাপারই নয়, বরং তার ভালো-মন্দের প্রভাব সে জীবনেও প্রতিভাত হবে যাকে পরকালীন জীবন বলা হয়। আর এ পরকালীন জীবনের উপর সে ঈমান রাখে। তার চিন্তার ধরণ এ হয় যে, সে যদি সন্তানকে ইসলামী ধ্যান-ধারণায় গড়ে তোলে এবং ইসলামী নির্দেশ মুতাবেক লালন-পালন করে তাহলে তার পরকালীন জীবন সুন্দর হবে। আল্লাহ তার উপর খুশী হবেন এবং তাকে জান্নাত দান ও পুরস্কারের বারি বর্ষণ করবেন। যদি সে এ দায়িত্ব পালনে দুর্বলতা দেখায় অথবা আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী সন্তানদের গড়ে না তোলে তাহলে পরকালে লজ্জিত হবে এবং আখেরাত বরবাদ হয়ে যাবে। আল্লাহ তার উপর অসন্তুষ্ট হবেন এবং শাস্তি দেবেন।

এ ধরনের চিন্তা ও কর্মের সবচেয়ে বড় উপকারের দিক হলো যে, সকল প্রচেষ্টা ও কুরবানী সত্ত্বেও যদি সন্তান মায়ের আকাঙ্খা পূরণে অক্ষম হয় তাহলেও সে মা লজ্জিত হন না। তিনি নিরাশও হন না এবং তার কাজের ভাটা পড়ে না। বরং এ আস্থায় তিনি সবসময় বলীয়ান থাকেন যে, দুনিয়ায় যদি সন্তান তার আকাঙ্খা পূরণে ব্যর্থও হয় তবুও তিনি আল্লাহর নিকট যে বদলা ও প্রতিদানের প্রত্যাশী তা তিনি পূরণ করবেন। কেননা আল্লাহ কখনো বান্দার কাজের প্রতিদান নষ্ট করেন না। তিনি বড়ো শক্তিশালী। তিনি বান্দার সুন্দর কাজের পুরোপুরি প্রতিদান দেন এবং কখনো বান্দাকে প্রতিদান থেকে বঞ্চিত করেন না।

"স্ত্রী স্বামীর ঘরের তত্ত্বাবধায়ক এবং জিম্মাদার। যেসব ব্যক্তি ও বস্তুর তত্ত্বাবধায়ক তাকে বানানো হয়েছে সে ব্যাপারে তাকে জিজ্ঞেস করা হবে।" (বুখারী, মুসলিম)

মুসলিম মহিলা হিসাবে আপনার করণীয়

যে ব্যক্তি ডাক্তার হবার সিদ্ধান্ত নিল সে এ উদ্দেশ্যে সফল হবার জন্য যা দরকার সবই করবে। তেমনি যে মুসলিম হিসাবে চলার সিদ্ধান্ত নিল সে অবশ্যই এর জন্য প্রয়োজনীয় চেষ্টা করবে। যদি তা না করে তাহলে একথা বুঝা যাবে যে, সে মুসলিম হবার ইচ্ছা রাখে বটে কিন্তু এখনও সিদ্ধান্ত নেয়নি। আর সিদ্ধান্ত না নিয়ে থাকলে বুঝতে হবে যে, তার ঈমান এখনও চরম দুর্বল অবস্থায় আছে।

প্রথমঃ মুসলিম হিসাবে প্রথম করণীয় কাজই হলো এ শপথ নেয়া যে, আমি আল্লাহর হুকুম ও রাসূলের তরীকার বাইরে চলব না। সব ব্যাপারেই আল্লাহ ও রাসূল যা পছন্দ করেন তা-ই করব এবং যা তাঁরা অপছন্দ করেন তা করব না। আমরা যে কালেমা তাইয়েবা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" উচ্চারণ করি এর আসল মর্ম কিন্তু এটাই।

"সেসব লোক আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুযায়ী ফায়সালা করে না, তারাই কাফের।"
(সূরা আল মায়েদাহ ঃ ৪৪)

দ্বিতীয়ঃ দ্বিতীয় কর্তব্য হলো প্রত্যেক ব্যাপারেই আল্লাহর হুকুম ও রাসূলের তরীকা কী তা জানতে চেষ্টা করা। আমার খাওয়া-পরা ও চলা-ফেরা থেকে শুরু করে সব বিষয়েই আল্লাহ ও রাসূলের পছন্দ কী আর অপছন্দ কী তা জানতে হবে। না জানলে মুসলিম জীবন কী করে চলবে?

তৃতীয়ঃ তৃতীয় কর্তব্য হলো কোন ইসলামী মহিলা সংগঠনের সাথে মিলে নিজের জীবনকে মুসলিম হিসাবে গড়ে তুলবার চেষ্টা করা। একা একা এ পথে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব। যারা নিজেকে গড়ে তুলছে তাদের সাথে মিলে কাজ করেই এ পথে এগুতে হবে। যেমন ডিগ্রী নিতে হলে কলেজে ভর্তি হতে হয়। একা একা করা যায় না। তেমনি কোন সংগঠনের মাধ্যমেই মুসলিম জীবন গড়ে তুলতে হয়।

"আর তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে সুদৃঢ় হস্তে ধারণ কর; পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।"
(সূরা আলে ইমরান ঃ ১০৩)

---- খাদিজা আক্তার রেজায়ী, লন্ডন

আপনার সন্তানের ভুল ধারনা ভেঙ্গে দিন

----- আবু জারা, টরন্টো

জিহাদ এবং টেররিজমের সঠিক ধারণা দিন

মিডিয়া এ যুগের ছেলে-মেয়েদের ব্রেইনে ভুল ধারণা ঢুকিয়ে দিচ্ছে যে, ইসলাম মানে টেররিজম, মুসলিম মানে টেররিষ্ট, ভাল মুসলিম মানে ফান্ডামেন্টালিষ্ট আর জিহাদ মানে মানুষ কাটা-কাটি। আপনি যদি আপনার সন্তানদেরকে ইসলাম সম্পর্কে সঠিক ধারণা দিতে না পারেন তাহলে ভবিষ্যতে তারা ইসলামকে ভুল বুঝে ভুল পথে ধাবিত হবে আর এজন্য দায়ী হবেন আপনি, মিডিয়া নয়। 'জিহাদ' শব্দের অর্থ সর্বাত্মক প্রচেষ্টা। কোন কিছু লাভ করার জন্য শারীরিক, মানসিক, আর্থিক, বুদ্ধিবৃত্তিক সকল প্রকার প্রচেষ্টা এবং তার জন্যে সকল উপায়-উপাদান কাজে লাগানোকে জিহাদ বলে। জিহাদ দুই ধরণের হতে পারে। আল্লাহর পথে জিহাদ এবং শয়তানের পথে জিহাদ। একমাত্র আল্লাহর সন্তোষ লাভের জন্যে এবং তাঁরই নির্ধারিত রীতি-পদ্ধতির মাধ্যমে যে জিহাদ, তাকে বলা হয়েছে আল্লাহর পথে জিহাদ। অন্য কথায় আল্লাহর দ্বীনের বিরোধী যে জিহাদ, তা হলো শয়তানের পথে বা তাগূতের পথে জিহাদ। সকল যুগেই সত্য দ্বীনের বিরুদ্ধে শয়তানের পথে জিহাদ করেছে খোদাদ্রোহী শক্তিগুলি। বিশেষভাবে উল্লেখ্যঃ সব ভালো তার শেষ ভালো যার। অতএব পরকালের, শেষ জীবনের যে সাফল্য, তা হবে সত্যিকার সাফল্য। Terrorism & Islam, Peace Vision of Islam, Jihad Versus Terrorism সম্পর্কে খুব ভাল ধারণা পাওয়ার জন্য ডঃ জাকির নায়েকের ডিভিডি এবং পীস টিভি সন্তানদেরকে নিয়ে নিয়মিত দেখুন ।

ইসলামে বহু বিবাহ সম্পর্কে ভুল ধারণা ভেঙ্গে দিন

শুধু অমুসলিমরা নয় অনেক মুসলিমদের মনেও এ সম্পর্কে নানা প্রশ্ন যে, একজন লোক কেন চারটি বিয়ে করতে পারবে? মহিলারা কেন পুরুষের মতো বহু বিবাহ করতে পারবে না? রাসূল (সাঃ) কেন এতোগুলো বিয়ে করেছিলেন? ইত্যাদি, ইত্যাদি। আমাদের সন্তানেরা তাদের অমুসলিম বন্ধু-বান্ধবদের নিকট থেকে এ ধরণের প্রশ্নের সম্মুখীন হয়। তখন সঠিক নলেজ না থাকার কারণে তারা উত্তর দিতে পারে না, আর তখনই অমুসলিমরা আমাদের ভুল বুঝে। ১) পুরুষরা একের অধিক বিয়ে করতে পারবে যদি সে তার দ্বিতীয় স্ত্রীকে প্রথম স্ত্রীর মতো সমান অধিকার দিতে পারে, আর তা হতে হবে ১০০% সমান সমান, ভালবাসা থেকে শুরু করে কোন অংশে কাউকে কম দেয়া চলবে না। ২) রাসূল (সাঃ) প্রতিটি বিয়েই করেছেন সময় এবং প্রেক্ষাপটের উপর ভিত্তি করে কোন না কোন সমস্যা সমাধানের জন্যে এবং মহান আল্লাহ তায়ালার হুকুমে। আমাদেরকে একটি সুন্দর ইসলামিক সমাজ উপহার দেয়ার জন্যে রাসূল (সাঃ) কে দিয়ে আল্লাহ তায়ালা অনেক কিছুই প্র্যাক্টিক্যাল করিয়েছেন। এছাড়া এই বিষয়ে আরো বিস্তারিত জানার জন্য আপনার সন্তানদেরকে নিম্মের বইটি পড়তে দিন। *Polygamy in Islam By - Dr. Abu Ameenah Bilal Philips & Jameelah Jones.* এবং নিজেরাও পড়ুন।

ইসলামের আইন 'বর্বরতা' এই ভুল ভেঙ্গে দিন

মিডিয়া নানাভাবে ইসলামের পিছনে লেগে আছে। বিভিন্ন দিক দিয়ে ইসলামের শত্রুরা ইসলামকে ঘায়েল করার চেষ্টা চালাচ্ছে। তারা কুরআনের আইনকে বলছে 'বর্বরতা'। শুধু তাদের দোষ দিচ্ছি না, সৌদি আরব ছাড়া পৃথিবীর কোন মুসলিম দেশে কুরআনের আইন প্রতিষ্ঠিত নেই। আমরা মুসলিমরা মুখে বলছি আল্লাহ ছাড়া কাউকে মানি না কিন্তু পালন করছি মানুষের তৈরী আইন (এখানে অমুসলিম দেশের কথা বলা হচ্ছে না)। যেমন ধরুন অনেকে বলে, ইসলাম কি বর্বর! চুরি করলে হাত কেটে দিতে হবে! কি অমানবিক! এবার আসুন বিষয়টা নিয়ে সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ করা যাক। কোন এলাকায় যদি কেউ চুরি করে আর সাক্ষ্য সাবুদ নিয়ে বিচারে সে চোর বলে প্রমাণিত হয় এবং তার শাস্তি স্বরূপ যদি জন-সমুক্ষে তার হাত কেটে দেয়া হয়, তাহলে সবাই সতর্ক হয়ে যাবে, কেউ আর চুরি করে তার হাত হারাতে চাবে না। এরকম কয়েকটা হাত কাটলে কেউ আর চুরি করতে সাহস পাবে না এবং প্রশাসনকেও আর প্রতিদিন কারো হাত কাটতে হবে না। দেখবেন এক সময় সে দেশে চুরি ১০০% বন্ধ হয়ে গেছে। এভাবে সন্তানদের নিকট ইসলাম যে মানবতার ধর্ম তা তুলে ধরুন। তারা যেন ইসলামকে ভালবেসে গ্রহণ করে, আপনার ভয়ে বা চাপে পড়ে নয়।

আমাদের সন্তানেরা হিজাব নিয়ে নানা প্রশ্নের সম্মুখীন

আমেরিকা-ক্যানাডায় আমাদের সন্তানেরা অনেক সময় হিজাব নিয়ে নানা রকম প্রশ্নের সম্মুখীন হয়। আর যে সকল মেয়েরা সাধারণত হিজাব পরে থাকে তারা আরো বেশী প্রশ্নের সম্মুখীন হয়। তাই হিজাব সম্পর্কে খুব ভাল ধারণা পাওয়ার জন্য ডঃ জাকির নায়েকের Women in Islam, Question-Answer for the Non-Muslims ডিভিডি দেখতে পারেন এবং www.irf.net এই ওয়েবসাইট থেকে আপনার সন্তানেরা আরো মূল্যবান তথ্য পাবে, ইন্‌শাআল্লাহ। পর্দা বা হিজাব হচ্ছে একজন মহিলার জন্য প্রোটেকশন, তাই মহিলাদের জন্য আমাদের লেখা "মা-বোনরা ভেবে দেখবেন কি?" বইটি অবশ্যই সংগ্রহ করে পড়ে নেবেন।

তাকওয়া

---- সাইদুল হোসেন, টরন্টো

কুরআনে আল্লাহ বারবার আমাদের অভয় দিয়েছেন যে যারা মুত্তাকী তাদের কোন ভয় নেই, তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে না, বা তাদের প্রতি কোন অবিচার করা হবে না। এখন প্রশ্ন হচ্ছে মুত্তাকী কারা? মুত্তাকী তারা যারা তাকওয়া অবলম্বন করে তাদের জীবন কাটায়। স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগে, তাহলে তাকওয়া কি? তাকওয়ার প্রধানতঃ চারটি অংশ ঃ

1. Allah Consciousness: প্রথম অংশটা হচ্ছে তওহীদ অর্থাৎ আল্লাহর অস্তিত্ব, অসীম ক্ষমতা ও তাঁর একক সত্তা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ ও দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন যে একমাত্র তিনিই সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, রক্ষাকর্তা, শাস্তিদাতা, পুরষ্কারদাতা, জন্ম-মৃত্যু দাতা, এবং দুনিয়া ও আখেরাতের একমাত্র মালিক। মৃত্যুর পর তাঁর কাছেই আমাদের ফিরে যেতে হবে এবং জীবনের সমস্ত কর্মকান্ডের হিসাব দিতে হবে। তাঁর কোন শরীক বা অংশীদার নেই। এসবকে Allah Consciousness বলে অভিহিত করা যায়।

2. Fear of Allah: দ্বিতীয় অংশটা হচ্ছে সেই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী যে আল্লাহ তাঁকে ভয় করতে হবে, সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। তাঁর কুরআনে আল্লাহ আমাদের বারবার সর্তক করে দিয়ে বলেছেন, আমাকে ভয় কর এবং আমার আদেশ পালন কর যাতে আমার অবাধ্যতার শাস্তি থেকে রক্ষা পেতে পার, আমার রহমত থেকে বঞ্চিত না হও। এটাকে Fear of Allah বলা চলে।

3. Obeying Allah: তাকওয়ার তৃতীয় অংশটা হচ্ছে আল্লাহর আদেশ-নিষেধ বিনাপ্রতিবাদে, বিনাশর্তে খুশীমনে স্বীকার করে নিয়ে তা পালন করা, এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। এবং একই সঙ্গে পরিবারের সকল সদস্যদেরও তাকওয়া অবলম্বন করে আল্লাহর ইবাদতে উদ্বুদ্ধ করা। কারণ তাদের বেইসলামী কার্যকলাপের জন্যেও পরিবারের কর্তা এবং কর্ত্রীকে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে, একথাও স্মরণে রাখতে হবে। এই অংশটিকে আমরা Obeying Allah বলতে পারি।

4. Love for Allah: তাকওয়ার চতুর্থ অংশটি হচ্ছে আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা– (Love for Allah) আল্লাহকে আমাদের ভালবাসতে হবে। শুধু ভয় করলেই চলবেনা।

মুনাফেকী স্বভাব সৎ আমল নষ্ট করে দেয়

মুনাফিকের চরিত্রে ৪ ধরনের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়: যেমন: ১. সে যখন কথা বলে তখন মিথ্যা কথা বলে। ২. সে যখন প্রতিশ্রুতি দেয় তখন তা ভঙ্গ করে। ৩. তার নিকট যখন কোন জিনিস আমানত রাখা হয় তখন সে তার খিয়ানত করে। ৪. যখন একে অপরে ঝগড়া লাগে তখন সে গালাগালি করে।

যারা মুসলিম নাম ধারণ করে মুনাফিকের মত আচরণ করে তারা কাফির হতেও খারাপ। তারা যে কোন সময় মানুষকে যে কোন ধরনের ফাঁদে ফেলতে পারে। তারা কথা বলার সময় ভাল কথা বলে আর আচরণ করার সময় খারাপ আচরণ করে। এ জন্যই কুরআনে বলা হয়েছে: *"মুনাফিকের স্থান জাহান্নামের সর্বনিম্নস্তরে।"* (সূরা আন নিসা ঃ ১৪৫)। মুনাফিকদের প্রথম বৈশিষ্ট্য হল মিথ্যা কথা বলা। তারা যে কোন সময় যে কোন ধরনের সত্য গোপন করতে দ্বিধা করে না। বিপদে পড়লে তারা মিথ্যা বলতে পারে। আর আমাদের সমাজে এ ধরনের লোকের কোন অভাব নেই। অসংখ্য লোক রয়েছে যারা স্বার্থের কারণে সকাল-বিকাল মিথ্যা কথা বলছে। মানুষ যখন একবার মিথ্যা কথা বলে তখন সে সহজে মিথ্যা ছাড়তে পারে না। সে মিথ্যা কথা ছাড়তে চায় কিন্তু মিথ্যা তাকে ছাড়তে চায় না। আর আমাদের সমাজের অধিকাংশ লোকই হল লোভী। আর লোভের কারণেই মানুষ বেশি মিথ্যা কথা বলে থাকে। এ জন্য বলা হয়: 'মিথ্যা সকল পাপের মূল'। মিথ্যা হতে দূরে থাকার জন্য আল্লাহ বলেন: *"তোমরা প্রতিমাদের অপবিত্রতা থেকে বেঁচে থাক এবং মিথ্যা কথন থেকে দূরে সরে থাক।" (সূরা হজ্ব ঃ ৩০)*। হাদীসে আছে; 'ঐ ব্যক্তির জন্য কঠোর শাস্তি যে শুধু মানুষকে হাসানোর জন্য মিথ্যা কথা বলে। (আবু দাউদ-৪৯৯০)। প্রত্যেক মানুষকে অবশ্যই ঈমান নিয়ে চলতে হলে মিথ্যা ত্যাগ করতে হবে। কারণ মিথ্যা যদি সে ত্যাগ করতে পারে তাহলে তার মধ্যে হিংসা, লোভ, অহংকার, চুগোলখোরী, রিয়া ইত্যাদি থাকবে না।

মুনাফেকের ২য় বৈশিষ্ট্য হল, সে যখন প্রতিশ্রুতি প্রদান করে তখন তা ভঙ্গ করে। মুনাফিকরা ওয়াদা পালনে সচেতন নয়। কিন্তু কুরআন ও হাদীসে ওয়াদার বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। *"হে ঈমানদারগণ, তোমরা চুক্তিসমূহ পূরণ কর।" (সূরা আল মায়িদা ঃ ১)* মহানবী (সা:) বলেন, 'মুমিনদের ওয়াদা ঋণ স্বরূপ', প্রত্যেক মানুষকে মৃত্যুর পর ওয়াদার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হবে। *"তোমরা প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে চলবে, কারণ প্রতিশ্রুতি সম্বন্ধে জিজ্ঞাবাদ করা হবে।" (সূরা বনী ইসরাইল-৩৪)*। যারা ওয়াদা পালন করে না তাদের সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে: *"হে মুমিনগণ, তোমরা যা পালন কর না এমন কথা বল কেন?" (সূরা সাফ-২)*।

ওয়াদা ভঙ্গ করা জঘন্যতম অপরাধ। এ বিষয়ে নবীজী (সা) বলেন, 'যে ব্যক্তি ওয়াদা পালন করে না, তার দ্বীন নেই', আর মুনাফিকের এটা হল একটা লক্ষ্যনীয় বৈশিষ্ট্য। মুনাফিকের ৩নং বৈশিষ্ট্য হল সে খিয়ানতকারী, অর্থাৎ তার কাছে কোন কিছু জমা রাখলে সে সেই গচ্ছিত দ্রব্য আত্মসাৎ করে থাকে। আর যে খিয়ানত করে থাকে তাকে বলা হয় আত্মসাৎকারী। যে ব্যক্তি খিয়ানত করে তাকে কেউ ভালবাসে না। সবাই তাকে ঘৃণা করে থাকে এবং আল্লাহতাআলাও তাকে ঘৃণা করে থাকেন।

----- মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম

.....পূর্ব প্রকাশিতের

ইসলামী আদব

---- সাইদুল হোসেন, টরন্টো

১৮. কেউ বিদায় নেয়ার কালে তাকে ফী আমানিল্লাহ (আল্লাহ তোমাকে নিরাপদ রাখুন) বলা।

১৯. আশ্চর্যজনক কিছু শুনলে অথবা প্রশংসা করতে চাইলে সুবহান আল্লাহ (আল্লাহ অতি পবিত্র ও মহান) বলা।

২০. কাউকে কিছুর জন্যে ধন্যবাদ বা কৃতজ্ঞতা জানাতে হলে জাযাকাল্লাহু খাইরান (আল্লাহ তোমাকে উত্তম পুরষ্কার দিন) বলা।

২১. কোন সমস্যায় পড়লে তাওয়াক্কালুল্লাহ (আমি আল্লাহর উপর নির্ভর করি) বলা।

২২. সকালে ঘুম ভাংগলে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু (আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই) বলা।

২৩. হাঁচি দিলে আলহামদুলিল্লাহ (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই প্রাপ্য) বলা।

২৪. অন্য কেউ হাঁচি দিতে শুনলে ইয়ারহামুকাল্লাহ (আল্লাহ তোমার উপর রহমত করুন) বলা।

২৫. কোন দুআ'তে শামিল হলে আমীন (হে আল্লাহ! আমাদের প্রার্থনা কবুল করুন) বলা।

২৬. ব্যথা-বেদনায় কষ্ট পেলে ইয়া আল্লাহ (হে আল্লাহ) বলা।

২৭. কোন খারাপ কাজ করে ফেললে অথবা কোন নোংরা/আপত্তিকর কিছু হতে দেখলে অথবা তেমন সংবাদ শুনলে আস্তাগ্‌ফিরুল্লাহ (হে আল্লাহ! তোমার কাছে ক্ষমা চাই) বলা।

২৮. ঘৃণা প্রকাশ করতে হলে নাউজুবিল্লাহ (আমি আল্লাহর আশ্রয় নিচ্ছি) বলা।

২৯. কোন মুসলিমের মৃত্যু সংবাদ শুনলে ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউ'ন (আমরা তো আল্লাহরই এবং আমরা তাঁরই কাছে ফিরে যাব) বলা। সম্ভব হলে তার জানাজার নামাজে শামিল হওয়া এবং জানাজার সংগে গোরস্থান পর্যন্ত যাওয়া।

৩০. বয়সে বড়দের ইজ্জত করা এবং ছোটদের আদর করা। রোগীর এবং বৃদ্ধের সেবা করা।

৩১. কোন কিছু দেয়া-নেয়ার কালে ডান হাত ব্যবহার করা।

৩২. পায়খানা-পেশাবের সময় বাম হাত ব্যবহার করা।

৩৩. কেউ কিছু উপহার দিলে তা গ্রহণ করা, ও তাকে ধন্যবাদ দেয়া; অন্যকে উপহার দেয়া; এতে স্নেহ-ভালবাসা বৃদ্ধি পায়।

৩৪. কেউ কোন প্রশ্ন করলে হাসিমুখে তার জবাব দেয়া।

৩৫. সবার সংগে ভাল ব্যবহার করা, উদ্ধত ব্যবহার না করা। রাগ দমন করা।

৩৬. কেউ দাওয়াত দিলে তা গ্রহণ করা, অবশ্য যদি না যাওয়ার মত উপযুক্ত কোন কারণ না থাকে। দাওয়াত দাতাকে ধন্যবাদ দেয়া।

৩৭. কাউকে লজ্জা না দেয়া; কারো ক্ষতি না করা; কারো জন্যে অশুভ চিন্তা না করা। কাউকে নোংরা গালি না দেয়া। অন্যের দোষ-ত্রুটি না খোঁজা।

৩৮. মেহমানের সংগে উত্তম ব্যবহার করা।

৩৯. নিজের স্ত্রী ও সন্তানদের ভালবাসা, আদরযত্ন করা, তাদের ইসলামী শিক্ষা দান করা।

৪০. নারীদের হিজাব পড়ার অভ্যাস গড়ে তোলা। অশালীন পোশাক ত্যাগ করা এবং অন্যান্য ইসলামী আদব পালন করা।

৪১. স্ত্রীদের ক্ষেত্রে সর্বদা স্বামীকে সন্তুষ্ট রাখা, স্বামীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে না যাওয়া, স্বামী-সন্তানকে ভালবাসা, ঘরে শান্তি ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন তা বজায় রাখা। শরীয়তের নির্দেশ মত ইবাদত-বন্দেগী করা ও হিজাব পালন করা; স্বামীর কোন সম্পদ তার অনুমতি ছাড়া অন্য কাউকে না দেয়া; স্বামীর অনুপস্থিতিতে গায়ের মাহরাম কোন পুরুষকে ঘরে ঢুকতে না দেয়া; বাইরের লোকের কাছে স্বামী বা সন্তানের বদনাম না করা। সংসারের দেখভাল করা, অপচয় না করা।

৪২. তার গায়ের ঘাম শুকানোর আগে শ্রমিকের পারিশ্রমিক প্রদান করা।

৪৩. সৎ কাজে সাধ্যমত দান-খয়রাত করা, এবং অন্যদের উৎসাহ দেয়া।

৪৪. সময়মত সালাত আদায় করা, সালাতে সুন্দর পোশাক পড়া।

৪৫. সহজ-সরল জীবন যাপন করা, মধ্যম পন্থা অবলম্বন করা, এবং সর্বদা হাসিখুশী থাকা। সুগন্ধি ব্যবহার করা।

৪৬. গর্ব ও লোভ-লালসা-কৃপণতা পরিত্যাগ করা। অপচয় না করা।

৪৭. সময়মত ঋণ পরিশোধ করা।

৪৮. অন্য ধর্মকে অথবা অন্য ধর্মের লোককে গালি না দেয়া–সর্বদা মনে রাখতে হবে যে আল্লাহ বলেছেন, লাকুম দীনুকুম ওয়াল ইয়া দীন (তোমাদের ধর্ম তোমাদের, আমার ধর্ম আমার)!

৪৯. পশু-পাখির যত্ন নেয়া, ওদের উপর অত্যাচার না করা, কষ্ট না দেয়া।

৫০. বাসার/বাড়ির কাজের লোকদের সংগে সদ্ব্যবহার করা, ওদের উপর অত্যাচার না করা।।

"হে ঈমানদারগণ, এই চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ খাওয়া ত্যাগ কর, আল্লাহকে ভয় কর, আশা করা যায় যে, তোমরা কল্যাণ লাভ করবে।"
(সূরা আলে-ইমরান ১৩০)

VOLUME 3, ISSUE 5

World News

www.themessagecanada.com

রোমানিয়ায় টেলিভিশনের মাধ্যমে ইসলামের দাওয়াত

মিডিয়ার এই যুগে ইসলামকে প্রচার করার জন্য রোমানিয়ার মুসলিমরা টেলিভিশনকে বেছে নিয়েছে। দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপে ইসলাম প্রচারের জন্য তারা টেলিভিশনের মাধ্যমে বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্রচার করে আসছে। ২০০৬ সাল থেকে এ পর্যন্ত প্রায় ১০০টি পর্ব প্রচারিত হয়েছে। এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ইসলাম সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণা দেওয়া হয়। রোমানিয়ায় প্রায় ৭০ লক্ষ মুসলিম বসবাস করে। অনুষ্ঠান বিভাগের প্রধান আবু আল আলা এল গিহাতী বলেন, মিডিয়া হল এখন সাধারণ মানুষের কাছে যাবার সবচেয়ে উপযুক্ত মাধ্যম, তাই ইসলাম প্রচারে আমরা মিডিয়াকে ব্যবহার করছি। ইসলাম শান্তির ধর্ম, এই বাণী সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া আমাদের দায়িত্ব। মিডিয়া শিক্ষাই ইসলাম প্রচারের বেশী সহায়ক ভূমিকা রাখছে বলে তিনি মনে করেন।

যুক্তরাজ্যে হালাল মার্কেট

ক্রমবর্ধমান চাহিদার কথা বিবেচনা করে যুক্তরাজ্যে হালাল মার্কেট চালু করেছে। এই মার্কেটে সব ধরনের হালাল জিনিস পাওয়া যাবে। চারটি কোম্পানীকে এই মার্কেটে হালাল মাল সরবরাহ করার জন্য নিবন্ধন করা হয়েছে। The companies are Muslim Best Food Industries, GTHerb Industries, Maduria Industries and RMZ Marketing মালোয়েশিয়া টেডিং হাউজের মাধ্যমে এই কোম্পানীগুলো তাদের পণ্য বাজারজাত করবে। শেখ আহম্মেদ ডাসুকী যার তত্ত্বাবধানে এই চুক্তি হয়েছে। তিনি বলেন, লন্ডনে হালাল সুপার সোপ হবে। এখান থেকে পর্যায়ক্রমে তা ইউরোপের বিভিন্ন শহরে ছড়িয়ে দেওয়া হবে। লন্ডন হবে হালাল পণ্যের ইউরোপের প্রধান বাণিজ্যিক কেন্দ্র। তিনি বলেন, মালোয়েশিয়ায় এরকম প্রায় ৫৪টি প্রতিষ্ঠান আছে যারা হালাল দ্রব্য বাজারজাত করে। শুধু যুক্তরাজ্যে ২.৮ বিলিয়ন পাউন্ড হালাল পণ্যের চাহিদা আছে। যুক্তরাজ্যে প্রায় ২০ লক্ষ মুসলিম বসবাস করে।

Ittefaq জুলাই ১৭, ২০০৯

বেলজিয়াম পার্লামেন্টে হিজাবপরিহিতা নারী সাংসদ

ইউরোপের কোন দেশে এই প্রথম হিজাবপরিহিতা একজন নারী সংসদ সদস্য হয়েছেন। মাহিনূর ওজেডমির বেলজিয়াম পার্লামেন্টের এই নারী সদস্য গত ২৩ জুন শপথ নিয়ে ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। তিনিই ইউরোপের প্রথম মুসলিম হিজাবধারী নারী যে তার নিজ যোগ্যতায় হিজাব পরিধান করেও একজন সংসদ সদস্য হয়েছেন। তার শপথ অনুষ্ঠানে শীর্ষ রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ ও স্থানীয় মুসলিমরা উপস্থিত ছিলেন। ওজেডমির তার্কিশ বংশভূত, মাত্র চার বছর আগে রাজনীতি করা শুরু করেন। ২০০৬ সালে তিনি স্থানীয় নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বিজয়ী হন। তিনি শপথ গ্রহণের পরে বলেন তিনি ইউরোপের মুসলিম নারীদের কল্যাণে কাজ করে যাবেন। ইউরোপ সরকারের হিজাব বিরোধী অবস্থানের বিপক্ষে তিনি কাজ করে যাবেন বলে ঘোষণা দেন।

Save Family, Save Society Campaign Reflections

The Islamic Circle of North America's nationwide campaign undertook the task of highlighting the concerns of each individual that completes a family. "Save Family, Save Society" emerged as a platform to discuss pressing issues relating to the Muslim family crisis all over the world. Through an interactive website, weekly electronic newsletters, workshops, a tollfree counseling hotline, and mini-documentaries, ICNA rejuvenated the awareness of the concept to familial bonds in Islam. "An emergency was sensed based on the research shown from organizations of various denominations. In the past Muslims felt immune to this family crisis which is not the case now. Close to every family, Muslim family is facing a challenge which needs to be addressed."

www.ICNA.org

✂ When you buy any food please check for the following Haraam Ingredients. You can make a copy of this list and distribute it to your family members.
Reference: www.eat-halal.com

Haram Food Ingredients

Collagen (Pork)	Haraam
Diglyceride (animal)	Haraam
Enzyme (animal)	Haraam
Fatty acid (animal)	Haraam
Gelatin (animal)	Haraam
Glyceride (animal)	Haraam
Glycerol/glycerin (animal)	Haraam
Hormones (animal)	Haraam
Hydrolyzed animal protein	Haraam
Lard (Pig fat)	Haraam
Lecithin (if soya then Halaal)	Haraam
Monoglycerides (animal)	Haraam
Pepsin (animal)**	Haraam
Phospholipid (animal)	Haraam
Renin Rennet**	Investigate
Shortening (animal)*	Haraam
Whey**	Investigate

*Animal fat shortening can be from beef tallow or lard. If it is from lard, then it is Haraam. If it is from beef tallow, then the animal has to have been slaughtered Islamically, otherwise it is Haraam.

**Rennet/Pepsin: Rennet is a milk coagulant that is the concentrated extract of renin enzyme obtained from calves stomachs. Note: At the time of purchase, if you are unable to verify the fact, you can call the concerned company. The company's name and number are generally mentioned on the product. If not see the telephone directory.

সম্মানিত পাঠকের মতামত, ভুল সংশোধন ও দৃষ্টি আকর্ষণ e-mail **এ জানালে আগামী সংখ্যায় তা প্রতিফলিত হবে, ইন্‌শাআল্লাহ।**

Please Donate

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ, আস্‌সালামুআলাইকুম।

আশা করি "দি মেসেজ" এর প্রতিটি সংখ্যা এই প্রবাস জীবনে আপনার-আমার একটি সুখী ও সুন্দর পারিবারিক জীবন গঠন করতে সাহায্য করবে, ইন্‌শাআল্লাহ। "দি মেসেজ" ছাপানোর কাজে আপনাদের সকলের সহযোগিতা একান্ত কাম্য।

For your feedback please contact...

Editor: Amir Zaman, Associate Editor: Nazma Zaman
Quran & Sahih Hadith Based (Non-Political, Non-Sectarian) Community Development Magazine
Published by: Institute of Social Engineering (ISE), Canada
Phone: 647-280-9835, Email: themessagecanada@gmail.com, www.themessagecanada.com